বাংলাদেশে নাট্যচর্চার তিন দশক

তাপস বসু

‘বাংলাদেশ একটি জাতির নাম। একটি সংগ্রাম - ক্ষুব্ধ অকুতোভয় জনপদের নাম।। ...হাজার বছরের শোষন ও নিপীড়নের বিদ্ধে আমরা লড়াই করছি। পদ্মা - মেঘনা - তিস্তা - আত্রোয়ী - ধরলার কূলে কূলে নামহীন গোত্রহীন মানুষের সংগ্রামী জীবন হোকআমাদের নাটকের বিষয়বস্তু।’ বাংলাদেশের ‘ঢাকা থিয়েটার’ - প্রযোজিত ‘কীর্তনখোলা’ নাট্যা ভিনয়ের অভিমুখীপত্রে সংষ্টি নাটকের বিষয় সম্পর্কে যে কথা তুলে ধরা হয়েছিল তাই স্বাধীনউত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চ ার প্রধান কথা, মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ আমার মতো বহু মানুষের ভুবন রাঙানোর উৎসভূমি। সেই ভূমি থেকে নির্মম উৎখাত। রক্তাক্ত পতন। কার্জন - ম্যাউন্টব্যাটেন - জিন্নাহ সাহেবের প্রচেষ্টার জয়জয়কার। দুর্বিষহ ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিত। এপারের ‘ভ ারতীয়’রা সুখেছিল না, ওপারের পূর্ব পাকিস্তানীরা লাঞ্ছিত হচ্ছিল নানা ক্ষেত্রে। মুখের ভাষা, মাতৃভাষা, দেশের ভাষা, নিজের ভাষা -- বাংলাভাষার উপর রাওয়ালপিণ্ডির শাসকেরা আঘাত হানতে আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, গোল াগুলি, মৃত্যু - শহীদ হয়ে যাওয়া। ১৯৫২ থেকে১৯৭০ - আঠারো বছর স্নায়ুর যুদ্ধ, ভিতরে যুদ্ধ - বাইরে যুদ্ধ, অবশেষে মুক্তিযুদ্ধ। এরপর বাংলা, ভারতবর্ষের সক্রিয় সমর্থন। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। নিজস্ব ভাষা - সাহিত্য - সংস্কৃতি ডানা মেলে দেওয়া।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, নাট্য আন্দোলন, নাট্যাভিনয়ের বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধ - পূর্ব প্রেক্ষাপটে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন - শে াষণ বিশেষত ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ভিন্নতা ছাত্র - যুব, তণ - তণীদের সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে বিশেষত জঙ্গী আন্দে ালনমুখী অবশ্যই অগ্রণী করেছিল। যেমনটি করেছিল স্বাধীনতা - পূর্ব কালে অর্থাৎ চল্লিশের দশকে এই বঙ্গে।

স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে নাটক হতো। সে নাটক ঔপনিবেশিক শাসনধারাই অনুবর্তন। ঢাকার ‘ড্রামা সার্কল’ সেই সময়মঞ্চস্থ করেছিল বার্ণার্ড শ’-র নাটক থেকে মুনীর চৌধুরীর ‘কেউ কিছু বলতে পারে না’, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, ‘রাজা ও রানী’ এবং ‘তাসের দেশ’। সৈয়দ আলিউল্লাহ্ - এর ‘বহিপীর’, সৈয়দ আলি বাসনা অনূদিত সফোক্লিসের ‘ঈডিপাস দ্য কিং’, বজলুল করিম অনূদিত বার্ণার্ড শ-এর ‘আর্মস অ্যান্ডদ্য ম্যান’, এস্কাইলাসের ‘সপ্তশূরের থিবি আক্রমণ’, সৈয়দ অ াহ্মেদের ‘কালবেলা’ এবং আনিস চৌধুরীর ‘মানচিত্র’। ড্রামা সার্কেলের পক্ষে নাট্যচর্চার কোন বিশেষ ধারা বা নাট্য অ ান্দোলন তৈরী করা সম্ভব হয় নি। অভিনীত নাটকগুলির দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি বিদগ্ধ জনের আপন আপন ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটেছে প্রযোজনাগুলিতে। এর ফলে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বহু দূরে এদের অবস্থান লক্ষ করা গেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অফুরান প্রাণাবেগ এল নাটকে --- তা’ থেকেই ‘অ্যাকাডেমিক’ --আগ্রহে নাটক করার ইচ্ছেটা দূরীভূত হলো। বিনোদন বা শখের থিয়েটার তৈরীর অভীপ্সা দূরে সরিয়ে রেখে সত্যিকার নাট্যআন্দোলনের দিকে পা বাড়ালেন নাট্যামোদী মানুষ - মানুষীরা।

বাংলাদেশের প্রধান পাঁচটি নাট্যদলের উত্থান প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ শুতেই করে নেওয়া যেতে পারে। ‘নাগরিক’ -এর ড্র ামা সার্কেলের মতই পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। এরপর বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের উত্তাপ ‘নাগরিক’-ই বহন

করেছে।' ৭১-এরশেষে স্বাধীনতা, ৭২-এ উৎসাহ - উদ্দীপনার যাদুস্পর্শে দেশ ভাসছে। এই উদ্দীপনের মধ্যেই নিয়মিত অভিনয়ের অঙ্গীকার নিয়ে 'নাগরিক' শু করলো নবপ্রাণধর্মে উজ্জীবিত হয়ে নতুন নাটক। ১৯৭২-এর ২০ ফেব্রুয়ারী গঠিত হয়েছিল 'আরণ্যক'। স্বতন্ত্র লক্ষ্যের অভিযাত্রায় সামিল 'আরণ্যক'। ১৯৭২ -এই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'থিয়েটার'। 'থিয়েটারে'র দলে ছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, রামেন্দু মজুমদার, ফিরদৌস মজুমদার, ইকবাল বাহার চৌধুরী, তাবিল ইসলাম বাবু এবং অবশ্যই আবদুল আল্ মামুন। ১৯৭৩-এ জন্ম হলো 'ঢাকা থিয়েটারে'র। সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধ ফেরত, কেউবা ঝিবিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা, 'নাট্যচত্রে'বহুদিন ধরে কাজ করছেন। জন্মকালীন সময় থেকেই ঢাকা থিয়েটারের ব্যতিত্রমী উদ্যোগ সকলের কাছে নতুন বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁদের অভিনীত প্রথম দিককার নাটকগুলি হলো -- সেলিম আলদীনের সংলাপ কার্টুন, হাবিবুল হাসানের 'সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ'। 'থিয়েটার' -- ভাঙল ১৯৮২ তে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ - দশ বছর। তারপর মতান্তর, মতান্তর হয়তো বা ঈর্ষার সবুজ চোখের ইশ ারা। দু'দুলই দশ বছরের ঐতিহ্যবাহী নামের দাবিদার। দাবি এমব্লেম বা প্রতীক চিহ্নের। সমস্যা মেটেনি। একই নামে দুটি দল অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকা এবং কলকাতায় -- দু'দলেরই নাট্যাভিনয় আমরা দেখেছি। আমি দেখেছি। দু'দলই সবক্ষেত্রে চমৎকার। রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী, আবদুল্লা আল মামুনেরা মঞ্চ কাঁপিয়ে 'চারদিকে যুদ্ধ', 'চোর', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' যখন অভিনয় করেচলেছেন, সমকাল ছুঁয়েছেন, তখন অন্যপক্ষ তফিকুল ইসলাম, আরিফুল হক, কেরামত মাওলা, ফিরাতুল হকেরা -- মীর মোসারফ হোসেনর 'জমিদার দর্পণ' অভিনয় করলেন, --- শতবর্ষের ব্যবধান ঘুচিয়ে ধ্রুপদী বিন্যাসে --- নান্দনিক অভিজ্ঞানে, দর্শকদের মাতিয়ে দিয়ে। অভিনয়ের তালিকায় আছে আরো নাটক। 'প ারাপার' নাট্যদলটি নাগরিকের পাশাপাশি কাজ শু করেছিল, কিন্তু, তেমনভাবে দীর্ঘ কোন ছাপ রাখতে পারেনি জনমনে। 'ঢাকা পদাতিক' জাতীয় ভাবকে অতিত্রম করে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নাটক উপস্থাপনের চেষ্টাকরেছে।

।।দুই ।।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের বহু নাট্যকর্মী কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে আত্মগোপন করেছিলেন। স্বভ াবতই তাঁরা সেই সময় অভিনীত কলকাতার নানা নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, বিভিন্ন নাট্যদলের কলাকুশলী অভিনেতা, অভিনেত্রীদের সঙ্গে সেই সময় তাঁদের ভাববিনিময়ও ঘটে। কলকাতায় 'বহুরূপী', 'পি.এল.টি.', 'নান্দীকার', 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ', 'চেতনা' প্রভৃতি নাট্যদলের সমকালীন নাটকগুলি ওঁরা তখন দেখছেন শিক্ষার্থীর চোখে -- অভিনিবেশে। তাঁরা স্থির করেন যে, বাংলাদেশে স্বাধীনতা এলে তাঁরা ফিরে গিয়ে এপার বাংলার প্রগতিশীল নাট্যচর্চার ধ ারাকে ওপারেও প্রবাহিত করে দেবেন। তাঁদের সেই ইচ্ছেটাই বাস্তবায়িত হয়েছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। 'নাগরিক' নামে ঢাকার বিখ্যাত নাটদলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের আগেই। মুক্তিযুদ্ধের পর তাদের ভাবনাচিন্তা এবং নাট্যাভিনয়ে জে য়ার আসে। 'নাগরিক' ছাড়াও বাংলাদেশের প্রথম সারির দলগুলি হলো 'থিয়েটার' (দু'টি দল', 'ঢাকা থিয়েটার', 'অ ারণ্যক', 'ড্রামা সার্কল', 'বহুবচন', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'নাট্যচত্র'।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা নাট্যআন্দোলনে এদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এছাড়াও পরবর্তীকালে যে দলগুলি সমাজের কাছে নিজেদের আলোকিত করেছে, তারা হলো 'পদাতিক','নান্দনিক','বৈশাখী','মহাকাল', 'সংলাপ', 'দৃষ্টিপাত', 'রঙ্গনা', থিয়েটার সেন্টার', 'বিবর্তন', 'অবলোক','বিবর্তন, 'কুশীলব','নাট্যধারা','সাত্ত্বিক','নটরাজ','গণনাট্যকেন্দ্র','প্রাচ্যনট' প্রভৃতি।

আগে উল্লিখিত দলগুলি নাট্যআন্দোলনের ধবজা দিল উড়িয়ে। জড়তার অবসানে সজীবতা অভিনবত্বের হাত ধরে ন াট্যদলগুলি একদিকে টিকিট বিত্রির মধ্য গিয়ে দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালালো, অন্যদিকে তীব্র উৎসাহ - উদ্দীপনা, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধের প্রতি দায়বোধ, করলো স্বীকার, ইতিহাসের নিষ্ঠ অনুসরণ ঘটলো।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নিজস্ব ভাষা - সংস্কৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ - আবেগ সেই সময় রচিত মৌলিক নাটক এবং নাট্যা ভিনয়ের প্রতি দর্শকদের যেমন মনোযোগী করেছিল, তেমনি অভিনেতা - অভিনেত্রী - কলাকুশলীরাও নিজেদের তৈরী কর ার সুযোগ পেয়েছিলেন ভালো ভাবে। তবে, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তাঁরা নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে ঝিায়নের পক্ষপ

াতীও ছিলেন। তাই আমরা দেখতেপাই, নাট্যভুবন প্রসারিত হয়েছে ক্রমশ শেক্সপীয়র, মলিয়ের, অ্যালব্যের কামু, ব্রেখ্‌ট, ইবসেন, এডোয়ার্ড এলবি এমনকি এপার বাংলার বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা মীর মশারফ হোসেন তো ছিলেনই। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, লোকগানের ঐতিহ্যও স্ বীকৃত হয়েছে গুত্বের সঙ্গে।

নাট্যআন্দোলন বা নাট্যচর্চার শু থেকে বাংলাদেশের নাট্যকারদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ করে উল্লেখ্য, তাঁরা হলেন --- ফ ারহাদ মাম্‌হার, সালেহে আত্রাম সেলিম আলাদিন, আলি জাকের, কবীর চৌধুরী, জিয়া হায়দার, মম্‌তাজউদ্দীন অ াহমেদ, সওক আলাদিন, আলি জাকের, কবীর চৌধুরী, জিয়া হায়দার, মম্‌তাজউদ্দীন আহমেদ, সওকত ওসমান, সৈয়দ সামসুল হক, আতাউর রহমান, আসাদউজ্জামান নুর, মহিদুল ইসলাম, মুজিবর রহমান দিলু, খাইলম আলম সবুজ, শ াহেদ ইকবাল প্রমুখ। বিদেশী নাটক অনুবাদ ---রূপান্তরের ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা গুত্বপূর্ণ। জরী কথা, অধিকাংশ নাট্যদল অনুবাদ, রূপান্তরের পথে হেঁটেছে। আমরা গত তিরিশ বছরে অনূদিত এবং রূপান্তরিত নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' অবলম্বনে সামসুল হকের 'গণনায়ক', লিয়েবের 'ইনটেলেকচুয়াল উইমেন' থেকে আলি জাকের 'বিদগ্ধ রমণীকুল', প্রিস্টলীর 'অ্যান ইন্সপেক্টরস্ কল' থেকে লাকি ইনামের 'খোলস', ব্রেখ্‌টের 'হের পুন্টিয় া অ্যান্ড হিজ ম্যান মাট্টি' এবং 'মাদার কারেজ' অনুসরণে আতাউর রহমানের 'গালিলিও' ও 'হিম্মতী মা', 'থ্রি পেনি অপেরা' থেকে মুজিবুর রহমান দিলুর 'জনতার রঙ্গশালা', ইবসেনের 'ওয়াইল্ড ডাক' থেকে 'বুনো হাঁস', মার্লোর 'দ্য ট্র্যা জিকাল হিষ্ট্রি অফ ফস্টাস্' নিয়ে জিয়া হায়দারের 'ড. ফস্টাস'।

আমরা এতক্ষণ পাশ্চাত্যের বিভি ন্ন নাট্যকারের রচিত যে নাটকগুলির কথা উল্লেখ করলাম, সেগুলির অধিকাংশ আম াদের এপার বাংলায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কিংবা সরকারি অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে। রূপান্তরের দেশকালের প্রভাব হয়ে ওঠে অলঙঘ্য। তাই, দুই বাংলায় পাশ্চাত্যের একই নাটক অভিনীত হয়েছে, কিন্তু দু'রকম ভাবে --- ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে -- পটভূমিতে,অন্য স্বরায়নে।

।। তিন ।।

'নাগরিক' প্রথম এবং সফল নাট্যদল। মুক্তিযুদ্ধের আগেই তার প্রতিষ্ঠা --- স্বতোচ্ছলতা স্বাধীনতার পর। 'নাগরিক' ন াট্যসংস্থার চিন্তাভাবনার কেন্দ্রস্থল দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকতা। অরা 'থিয়েটার' দল মুক্তিযুদ্ধ - উত্তর বাংল াদেশের শহরে মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বিধা -দ্বন্দ্ব - মূল্যবোধের টানাপোড়েন, নৈতিক স্খলন পতনের বিষয়গুলিকে তুলে ধরলে া। 'এখন ক্রীতদাস', 'কোকিলারা', 'মীরাজ ফকিরের মা' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথ, ফ্রান্স জ্যাভার, ক্রিস্টোফার মার্লে, প্রফুল্ল রায় --- এঁদের উপন্যাস - নাটক নিয়ে 'থিয়েটার' কাজ করলেও মধ্যবিত্তের বৃত্ত থেকে এঁরা বেরোন নি, বেরোতে প ারেনও নি, বেরোতে চান নি। 'থিয়েটার' প্রযোজিত অন্যান্য নাটকগুলির নাম আমরা অনায়াসে উল্লেখ করতে পারি -- যেমন, আবদুল্লাহ আল্ মামুনের 'বিবিসাব', 'আয়নায় বন্ধুর মুখ', 'তোমারই', সামসুল হকের 'এখানে এখন', বসির অ ালম হেলালের 'স্বর্গের সিঁড়ি', আতিকুল হক চৌধুরীর 'দূরবীন দিয়ে দেখুন', গোলাপ অম্বিয়া নুরের 'নুড়ি', 'কুমারখালির চর', ফফারহাত মজ্‌হারের 'ঘাতক দেশকাল'। 'আরণ্যক', রাজনৈতিক সচেতন বলিষ্ঠ নাট্যদল। এঁদের লক্ষ্যশোষিত, বঞ্চিত, অধিকারহীন মানুষদের কথা তুলে ধরা। স্বভাবতই, রাজনৈতিক অবস্থানের বিষয়টি এঁরা নাটকের মধ্যে সরাসরি তুলেধরতে চাইলেন। এঁদের অভিনীত প্রথম নাটক মুনীর চৌধুরীর 'কবর' (১৯৭২), কুড়ি বছর পূর্তিতে 'পাথর' (১৯৯২)-এর প্রযোজনায় বলিষ্ঠতা তুঙ্গে পৌঁছেছিল। অন্যান্য প্রযোজনাগুলি হলো মামনুর রশিদের 'ইবলিস', 'এখানে নোঙর', 'গিনিপিগ' ইত্যাদি। নাটকগুলিতে শ্রেণী সংগ্রামের কথা আছে। নাট্যকারের বিশ্বাস, শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষিত - বঞ্চিত - অত্যাচারিত মানুষেরা কাঙিক্ষত লক্ষে পৌঁছতে পারবে, ক্ষমতার অধিকারী হবে।

।।চার ।।

উল্লেখিত এবং অন্যান্য নাট্যদলগুলি ভালো - মন্দ নাটক প্রয়োজনা করেছে। সেই সব নাট্যকার ও নাটকগুলির দিকে তাক ানো যেতেই পারে। আবদুল্লাহ্ আলম মামুন মানবিক বোধ থেকে শোষক শ্রেণীর বিদ্ধে লিখেছিলেন, 'এখনও ক্রীতদাস'। সেলিম আলামদিন বাংলাদেশের বলিষ্ঠ নাট্যকার। তিনি নতুন ভাষায়, নতুন আঙ্গিকে, নতুন চেতনায উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটক

লিখতে চেষ্টা করে সরাসরি রাজনৈতিক নাটক না লিখেও সাধারণ মানুষের উপর থেকে নেমে আসা অত্যাচারের ছবি তিনি যেমন তুলে ধরেন, তেমনি অত্যাচারীর মুখোস খুলে দিতেও হ'ন তৎপর।

তালিকায় সংযোজিত হতে পারে আরও কয়েকটি নাটক ও নাট্যকারের নাম। মমতাজউদ্দীন আহ্মেদের 'সাতঘাটের কানাকড়ি', রাজীবন হুমায়ুনের 'নীলপানিয়া', আবদুল মতিল খানের 'মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব', কবীর আনোয়ারের 'জনে বেশে', মান্নার হীরার 'খেলা - খেলা', 'আগুন মুখা', 'একাত্তরের খুদিরাম', 'বাগের মানুষ', অজাদ আবদুল কালামের 'সার্কাস সার্কাস.।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় রাজনৈতিক থিয়েটারের ধারাটি তিরিশ বছর প্রবাহিত তবে, পশ্চিমবঙ্গের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ৬০-৭০ বছরে যেভাবে লক্ষ্য করা গেছে তার অভাব বাংলাদেশে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। উত্তরণের কথাও দেশের রাজনৈক অস্থিরতায় পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন নয়। নাটকে রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে মিশেছে ইতিহাস, পুরাণ ও লোককথা। রাজনীতির ভাষ্য রচিত হয়েছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে। সামসুল হকের 'নুল দীনের সারা জীবন', সৈয়দ আহ্সানের 'শেষ নবাব', সেলিম -আলদিনের 'অনিকেত অন্বেষণ', আবদুল্লাহ হেল মাহ্মুদের 'প্রাকৃতজন কথা' ইত্যাদি নাটকের কথা প্রসঙ্গত আমাদের মনে আসে।

দেশ ভাবনাকে বিশেষত ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি সম্প্রসারণের সূত্রে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, কবিগান - পাঁচালি আর লোকগানের হাত ধরে ঢাকা থিয়েটার এগিয়ে চলেছে। এই লোকায়ত চেতনাকে বুকে ধরে ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনাগুলি হল ---'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল','হাত হাদাই', যৈবতী কন্যার মন', 'বন পাংশুল'। এই সব নাট্য রচনায় এগিয়ে এসেছেন --- সেলিম আলদীন, নাসিদ্দিনইউসুফ, সৈয়দ জামিল আহমেদ, এম.এস. সোলায়মান, মমতাউদ্দীন আহমেদ। শেষের তিনজন যথাত্রমে -- মোশারফ হোসেনর 'বিষাদ সিন্ধু' থেকে গম্ভীরা গানের আশ্রয়ে 'এই দেশে এই বেশে', এবং ময়মনসিংহ গীতিকার অনুসরণে 'রাজা অনুস্বারে পালা' -- নাটক লিখে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।'

।। পাঁচ ।।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশে পথনাটকের চর্চা নাট্য আন্দোলনে একটি গুত্বপূর্ণ সংযোজন। ১৯৭৬-এ চট্টগ্রামে মিলন চৌধুরীর 'যায় দিন ফাগুন দিন' এবং ১৯৭৭-এ ঢাকায় সেলিম আলাদিনের 'চরকাঁকড়ার ডকুমেন্ট্রি' নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে পথনাটকের পথচলা শু হয়। প্রসেনিয়াম মঞ্চে এখন অনেকটাই ভাঁটার টান --- নতুন প্রজন্মের উপযোগী করে নাটক লেখা হচ্ছে না বা বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম পর্বের উত্তাপ - আবেগকে স্পর্শ করতে পারছে না। তাই, নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে নানা সামাজিক অভিঘাত দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, মৌলবাদীদের আস্ফালন, আন্তর্জাতিক সমস্যাকে আত্মস্থ কররার প্রয়াস ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলা শহরে পথনাট্যচর্চা অব্যাহত রয়েছে। এই পথনাটকচর্চাকে ওঁরা বলে থাকেন 'খোলা নাটক' বা 'মুক্ত নাটক'। বিখ্যাত নাট্যদল ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বের 'খোলা নাটক' - এর গুত্ব সম্পর্কে অভিমতও খুবই তাৎপর্যবাহী। তা হলো,শহরের নয়, শহর থেকে দূরে গ্রামে গঞ্জে নাটককে ছড়িয়ে দিতে হলে 'খোলা নাটক' -- এর আশ্রয় নিতেই হবে। পথনাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এদেশের সফদার হাসদির দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। হাসমির নাটক সমস্ত বাংলাদেশে জুড়েই অভিনীত হয়েছে। পাশাপাশি মান্নান হীরার নামটিও উঠে আসে গুত্বের সঙ্গে। তাঁর রচিত 'ক্ষুদিরামের দেশে','ফেরারী নিশান','ঘুমের মানুষ','আদাব','শেকল, 'ইদারা','বীরাঙ্গনা','মণিমুক্তা','৭১-এর রাজকন্যা' ইত্যাদি নাটকগুলি বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শাসকগোষ্ঠী পথনাটকের অভিনয় সব সময় মেনে নিতে পারেন নি। তাই, পাবনা জেলায় দু'জন নাট্যকর্মীকে যেমন গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাম্প্রতিক কালে তেমনি উনিশ জনের বিদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়েছে। নাটক যে শক্তিশালী প্রতিবাদ মাধ্যম, তা' এই ঘটনা থেকেআবার প্রমাণিত হয়।

উচচ মধ্যবিত্তের বলয়ে বেড়ে ওঠা নাট্যদলগুলির একসময়ের বৈভব অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। পথনাটক অভিনীত হলেও শহর বর্জিত দর্শকদের তেমনভাবে টেনে আনতে পারছে না। এই অবস্থায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নাট্যচর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখতে শিশু - কিশোরদের নিয়ে নিয়মিত নাট্যাভিনয় - নাট্যোৎসব - নাট্যআন্দোলন চলছে বর্তমানে। সত্তরটি নাট্যদল এই কাজে অংশ নিয়েছে প্রত্যক্ষত। আর এক্ষেত্রে যাঁর ভূমিকা বিশেষ করে স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন

লিয়াকৎ আলি লাকি। পশ্চিমবঙ্গে এই কাজে আমরা কিন্তু সত্যি পিছিয়ে, পিছিয়ে অনেকটাই।

।। ছয় ।।

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলাশহরে - শহরতলিতে নাট্যচর্চা চলেছে নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে। এপার বাংলার মতো ওপার বাংলার শহরতলির নাট্যচর্চার সমস্যা গভীরে। সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে উল্লেখ্য ঢাকার সুবচন, মতিঝিল, চট্টগ্রামের অরিন্দম, তির্যক, থিয়েটার' ৭৩, নারায়ণগঞ্জের 'থিয়েটার', রঙপুরের 'সারথী', সিলেটের 'কথাকলি', বরিশালের 'বরিশাল নাটক', ফেনীর 'সুবচন', রাজশাহির 'অনুশীলন', 'খুলনা থিয়েটার', কুমিল্লার নাস্তিক', 'বগুড়া থিয়েটার', সিরাজগঞ্জের 'তণ সম্প্রদায়, কুষ্টিয়ার 'অনন্যা' ইত্যাদি। জেলা শহর - শরহতলির এইসব নাট্যদলগুলির প্রতিবন্ধকতা সর্বাঙ্গে। তারমধ্যেই আলো জেলে রাখার প্রয়াস অব্যাহত। ঢাকা শহরে মহিলা সমিতির মঞ্চ, বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, গ্যেটে ইন্সটিটিউট, ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তন -- ইত্যাদি হলে অভিনয়ের হাল যখন টালমাটাল, তখন শহরতলী কতটা আঁটোসাঁটো হবে?

।। সাত ।।

স্বাধীনতার পর তিনটি দশক অতিক্রান্ত। যে আবেগ, উৎসাহ - উদ্দীপনা নিয়ে, বাংলাদেশে নাট্যচর্চা - নাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার গতি বর্তমানে অনেকটাই স্তিমিত। কারণগুলি তুলে ধরা যেতে পারে --- (ক) রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জনগনের স্বার্থে থিয়েটার করাকে ঠিক ঠিক গুত্ব না দেওয়া। (খ) মুক্তিযুদ্ধের আবেগ বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনুপস্থিত। তাই তাদের দেশ - দেশের স্বাধীনতা - অগ্রগতি, প্রগতির ধারা ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীনতা। নাটক শুধু নয় --- সংস্কৃতির - অন্যান্য বিষয়ে তারা অনাগ্রহী। (গ) প্রথম দিককার নাট্য আন্দোলনের, প্রথম সারির নাট্যকর্মীরা আজ বিত্ত - বৈভবের অধিকারী। তারা বিদেশে গমনাগমন বেশি পছন্দ করেন, থিয়েটারকে নয়। (ঘ) টেলিভিশণের আগ্রাসী প্রভাব দর্শক মনে। (ঙ) সিনেমা - টেলিভিশণে অভিনয় করার জন্যনাট্যকর্মীদের বিশেষ আগ্রহ। (চ) নাট্যমঞ্চের অভাব। (ছ) দর্শকাভাব -- অর্থাভাব ধারাবাহিক অভিনয়ে বাধা। (জ) থিয়েটার, নাট্যনন্দনইত্যাদি থিয়েটারী পত্রিকা-র প্রকাশ সত্ত্বেও মৌলিক নাটকের অভাব। (ঝ) নাট্যদলে ভাঙন, নতুন দল গঠন। (ঞ) জাতীয় নাট্যশালাপ্রতিষ্ঠার সরকারী প্রয়াসে গতিহীনতা।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক অবস্থা অনেকটাই এই রকম। বাংলার দু'পারে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন কিভাবে এবং কবে ঘটবে -- তা বলা মুস্কিল। তবুও ইতিহাস থেমে থাকে না। তাই ইতিহাসের দিকে বারে বারে দৃষ্টিপাত চলতেই থাকে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com